গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং- ওএম/৭৪/ম/১৪- ১১১২ তারিখ: ১২/০৬/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়োগ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১১.১১ ধারায় "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরিতে প্রথম প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর। তবে সমপদে বা উচ্চতর পদে (উচ্চতর পদ বলতে শুধু প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধান বুঝাবে) নিয়োগের ক্ষেত্রে ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ৬০ (ষাট) বছর পর্যন্ত প্রদেয় হবে। তবে ঐতহ্যবাহী ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এবং সরকারের কোন আর্থিক সুবিধা/এমপিও না নেয়ার শর্তে সরকারের অনুমোদনক্রমে শুধু প্রতিষ্ঠান প্রধানের ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আর্থিকসহ সকল দায়ভার বহন করতে হবে এবং সরকার এর কোনো দায় বহন করবে না। এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের চুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান প্রধানের মেয়াদ সরকারের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও কোনক্রমেই ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছরের বেশি হতে পারবে না" মর্মে প্রতিষ্ঠান প্রধান পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। **এটা সুস্পষ্ট যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠান প্রধান পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যাবে না।**

২। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কোন কোন প্রতিষ্ঠান প্রধানের বয়স ৬০ (ষাট) বছর পূর্ণ হওয়ার পরও বিধি মোতাবেক জ্যৈষ্ঠ শিক্ষকের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর না করে বর্ণিত ধারার ভুল ব্যাখ্যা করে স্বপদে থেকেই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ করছেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি/ব্যবস্থাপনা/ম্যানেজিং কমিটিও উক্তরূপ বিধি বহির্ভূত কাজে সম্পৃক্ত থাকছেন, যা সরকারের নির্দেশনা প্রতিপালন না করার সামিল এবং জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা- ২০২১ এর ১৮.১(খ) ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পূর্বে মাউশি অধিদপ্তরের ১৭/১০/২০২২ তারিখের ওএম/৭৪/ম/১৪-১৭৮৪ নং স্মারকে এতদবিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়। উক্ত নির্দেশনায় বলা হয়, কোন অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক ৬০ (ষাট) বছর পূর্তিতে অবসরে গেলে সহকারী প্রধান শিক্ষক-কে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার অর্পণ করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষক না থাকলে জ্যেষ্ঠ শিক্ষক- কে অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার অর্পণ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়া সরকারি আদেশের পরিপন্থী। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন আসলে সেই তারিখ তিনি দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করতে পারবেন।

এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠান প্রধানের বয়স ৬০ (ষাট) বছর পূর্তিতে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব হস্তান্তর না করলে সংশ্লিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের কল্যাণ ও অবসর সুবিধা বাতিল এবং জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা- ২০২১ এর ১৮.১(খ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি/ব্যবস্থাপনা/ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পদ শূন্য ঘোষণাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২/০৬/২৩

(অধ্যাপক নেহাল আহমেদ)
মহাপরিচালক
☎ ০২-২২৩৩৫১০৫৭

বিতরণ:
১। সভাপতি, গভর্নিং বডি/ব্যবস্থাপনা/ম্যানেজিং কমিটি
বেসরকারি স্কুল এন্ড কলেজ, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সকল)
২। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক,
বেসরকারি স্কুল এন্ড কলেজ, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সকল)

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে
১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, সচিবালয়, ঢাকা
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সকল
৩। পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৪। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল [পত্রের নির্দেশনার বিষয়টি তদারকির অনুরোধসহ]
৫। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল [পত্রের নির্দেশনার বিষয়টি তদারকির অনুরোধসহ]
৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৭। জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল জেলা [পত্রের নির্দেশনার বিষয়টি তদারকির অনুরোধসহ]
৮। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল উপজেলা/থানা [পত্রের নির্দেশনার বিষয়টি তদারকির অনুরোধসহ]
৯। সংরক্ষণ নথি